বিষয়বস্তুঃ মুহর্‌রম মাস ও আমাদের করণীয়ঃ

মুহার্‌রম মাসের দ্বিতীয় জুমুআর বয়ান

(৯ মুহার্‌রম ১৪৪৫ হিজরী, ২৮শে জুলাই ২০২৩)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং ১০৫

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ : يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ نَارًاوَّقُوْدُهَا النَّارُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّايَعْصُوْنَ اللهَ مَآ يُؤْمَرُوْنَ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ .

সম্মানিত ঈমানদার ভায়েরা ! আজ মুহার্‌রম মাসের ৯ তারিখ, দ্বিতীয় জুমুআ। আজ আমরা মুহর্‌রম মাসে আমাদের করণীয় আমল সম্পর্কে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ । আগামী কাল ১০ ই মুহর্‌রম। শরীয়তের পরিভাষায় এ দিনটাকে বলা হয় 'ইয়াওমে আশুরা' অর্থাৎ দশম দিন।

মনে রাখবেন,আল্লাহ তায়ালা বছরের দিনগুলির মধ্যে কিছু দিনকে বিশেষ ফযীলত দিয়েছেন এবং সেসব দিনে বিশেষ কিছু ইবাদত রেখেছেন। মুহার্‌রম মাসও একটি মুবারক মাস। কুরআন

মজীদের সূরা তাওবার ৩৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা ৪ টি মাসকে সম্মানিত মাস বলে ঘোষণা করেছেন। তার মধ্যে একটি হল মুহর্‌রম মাস। আর এ মাসের দশম দিনে আল্লাহ্ তায়ালা খুবই ফযীলত ও বরকত রেখেছেন।রমাযান মাসের রোযা ফরয হওয়ার আগে মুহর্‌রম মাসের দশ তারিখ, অর্থাৎ আশুরার রোযা ফরয ছিল।রমাযানের রোযা ফরয হলে আশুরার রোযা নফল হিসাবে গন্য হয়।

একটি জরুরী কথা মনে রাখবেন, কেউ কেউ মনে করেন যে, আশুরার দিনের গুরুত্ব এ জন্যে যে, এ দিনে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরম স্নেহের নাতি হযরত হুসাইন (রযি) কারবালা প্রান্তরে ইয়াযীদের সেনা বাহিনীর হাতে শহীদ হন।তাঁর শহীদ হওয়ার কারণে এ দিনটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়। এ ধারণাটি ভুল। কারণ এ মাসের ফযীলতের কথা কুরআন মজীদে বর্ণিত আছে। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশুরার ফযীলত বয়ান করেছেন। আর হযরত হুসাইন (রযি) শাহাদাতের ঘটনা নবীজির ইন্তেকালের প্রায় ৬০ বছর পর। সুতরাং এ কথা ঠিক নয় যে, দশই মুহর্‌রমের ফযীলত হুসাইন (রযি) শাহাদাতকে কেন্দ্র করে হয়েছে।

তবে এটা সত্য যে, এ ফযীলতপূর্ণ দিনে তাঁর শাহাদাতের কারণে তাঁর মর্যাদা ও সম্মান আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

আশুরার দিনের আমলঃ

ইয়াওমে আশুরাহ বা ১০ই মুহর্‌রমের বিশেষ আমল হল রোযা রাখা।

সহীহ মুসলিমের ১১৩২ এবং সহীহ বুখরীর ১৯০২ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রযি) কে আশুরার রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, উত্তরে তিনি বলেছিলেনঃ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমাযান মাস এবং আশুরার দিনের রোযার চেয়ে বেশি ফযীলতের আশায় কোন রোযা রেখেছেন বলে আমার জানা নেই।এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, রমাযান মাস এবং আশুরার দিনের রোযার ফযীলত সবচেয়ে বেশি।

আশুরার দিনের রোযার সাওয়াবঃ

সহীহ মুসলিমের ১১৬২ নম্বরের একটি দীর্ঘ হাদীসে হযরত আবূ কতাদাহ (রযি) বলেছেনঃ

وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ

“রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আশুরার রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেনঃ আশুরার রোযার বিনিময়ে বিগত এক বছরের গোনাহ মাফ হয়ে যায়।” সুব্হানাল্লাহ !

উম্মতে মুহাম্মাদীর একটি বৈশিষ্টঃ

ভাই সকল ! আল্লাহ তায়ালা উম্মতে মুহম্মাদীকে এমন কিছু বৈশিষ্ট দান করেছেন যা অন্য কোন উম্মতকে তিনি দেননি। তার মধ্যে একটি বৈশিষ্ট হল, অল্প ইবাদতের বিনিময়ে বেশি সাওয়াব।

এ সম্পর্কে আমরা একটি হাদীস লক্ষ্য করিঃ সহীহ বুখারীর ২২৬৭ নম্বরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ

সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের এবং ইয়াহূদী ও নাসারাদের দৃষ্টান্ত ওই ব্যক্তির মত, যে কাজের জন্য কিছু মযদূর নিয়ে বলল, এক কীরাত পরিমান পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কে আমার জন্য দিনের শুরু থেকে দুপুর পর্যন্ত কাজ করবে? সুতরাং ইয়াহূদিরা এক এক কীরাতের বিনিময়ে কাজ করল। অতঃপর তিনি বললেনঃ দুপুর থেকে আছর পর্যন্ত এক এক কীরাতের বিনিময়ে কে কাজ করবে? সুতরাং নাসারা বা খৃষ্টানরা আছর পর্যন্ত এক এক কীরাতের বিনিময়ে কাজ করল। অতঃপর তোমরা আছর থেকে মাগরিব পর্যন্ত কাজ করছ দুই দুই কীরাতের বিনিময়ে। কাজেই ইয়াহূদী ও নাসারারা রেগে বলে উঠে, আমরা কাজ করলাম বেশি আর পারিশ্রমিক কম ! তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি কি তোমাদের পাওনা হকের ব্যাপারে যুলুম করেছি? তারা বলে, না। তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, এটা আমার ফযল-অনুগ্রহ আমি যাকে চায় তাকে দিয়ে থাকি।

মুহর্‌রম মাসে যে কোন দিনেও রোযা রাখার ফযীলত অন্য মাসের চেয়ে বেশি। সহীহ মুসলিমের ১১৬৩ নম্বর হাদীসে সাহাবী আবূহুরাইরাহ রযি হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ

“রমাযান মাসের পর সবচেয়ে উত্তম রোযা আল্লাহর মুহর্‌রম মাসের রোযা।” মনে রাখবেন, সব মাসই আল্লাহর মাস। কিন্তু এ হাদীসে বিশেষ করে মুহর্‌রম মাসকে আল্লাহর মাস বলে ঘোষণা করাই এ মাসের মহা ফযীলতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এক ব্যক্তি হযরত আলী (রযি) কে জিজ্ঞেস করেছিল, রমাযান মাসের পর আমি কোন মাসে রোযা রাখব? তখন হযরত আলী (রযি) বলেছিলেনঃ এ সম্পর্কে কেবল একজন লোককে আমি প্রশ্ন করতে শুনেছি। হযরত আলী (রযি) নবীজির কাছে বসেছিলেন, তখন এক ব্যক্তি নবীজিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! রমাযান মাসের পর আপনি আমাকে কোন মাসে রোযা রাখতে আদেশ দেবেন? তখন নবীজি বলেছিলেনঃ যদি তুমি রমাযান মাস ছাড়া আরও রোযা রাখতে চাও, তবে তুমি মুহর্‌রম মাসে রোযা রাখ। কেননা এটা আল্লাহর মাস। এ মাসে এমন একটা দিন আছে, যেদিন আল্লাহ তায়ালা এক সম্প্রদায়ের তাওবা কবূল করেছিলেন এবং তিনি আরও একটি জাতির তাওবা কবূল করেছিলেন। এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে আশুরার দিন ছাড়াও মুহর্‌রম মাসের অন্যান্য দিনে রোযা রাখা অন্য মাসের সাধারণ দিনের রোযার চেয়ে বেশি সাওয়াব লাভের উপায়।

ইবাদত উপাসনার ক্ষেত্রেও অন্যদের সামঞ্জস্য ঠিক নয়ঃ

সুধীবৃন্দ ! রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় আসার পর ইয়াহূদীদেরকে আশুরার দিন রোযা রাখতে রাখতে দেখেন। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমরা এ দিনে কেন রোযা রাখ? উত্তরে তারা বলেছিলঃ এটা মহত দিন। আল্লাহ তায়ালা এ দিনে হযরত মুসা (আঃ) ও তাঁর জাতিকে ফিরআউনের যুলুম-অত্যাচার থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং ফিরআউন ও তার জাতিকে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। তাই হযরত মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর শুকরিয়া

নিবেদনের জন্য রোযা রেখেছিলেন। তাই আমরাও রোযা রাখি। তখন নবীজি বলেছিলেনঃ তোমাদের চেয়ে আমরা মূসা আলাইহিস সালামের বেশি হক রাখি। সুতরাং তিনি এ দিন রোযা রাখেন এবং সাহাবেদেরকে রোযা রাখার আদেশ দেন। সহীহ মুসলিমের ১১৩০ নম্বরে এ হাদীসটি হযরত ইবনে আব্বাস (রযি) বর্ণনা করেছেন।

যেহেতু এ দিনে ইয়াহূদিরাও রোযা রাখে, তাই যাতে তাদের সাথে সামঞ্জস্যতা না হয়, তাই তিনি বলেছিলেনঃ আল্লাহ তায়ালা যদি চান তবে আমি আগামী বছর ৯য় তারিখেও রোযা রাখব। কিন্তু পরের বছর আসার আগেই নবীজি ইন্তেকাল করেন। তাই আশুরার আগের দিন অর্থাৎ মুহর্‌রমের ৯ তারিখে রোযা রাখাও মুস্তাহাব। যদি কোন কারণে ৯ তারিখে রোযা না রাখা হয়, তবে ১১ তারিখে রোযা রাখা দরকার। যাতে ইয়াহূদীদের সাথে সামঞ্জস্য না হয়ে যায়।

প্রিয় শ্রোতামন্ডলী ! এ সব হাদীস দ্বারা আমরা মুহর্‌রম মাসের ফযীলত জানতে পারলাম।এ মাসে আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের প্রতি খুবই রহমত বর্ষণ করেন তাদের গোনাহ মাফ করে দেন। তাই আমাদের দরকার, যে আমরা এ মাসে বেশি করে ইবাদত করব এবং পরজগতের কথা স্মরণ করে বেশি বেশি তওবা ইস্তেগফার করব। কারণ, পরকালের স্মরণ মানুষকে দুনিয়ার ধোঁকা থেকে উদ্ধার করে ইবাদতের প্রতি আগ্রহী করে।

এ সম্পর্কে আমরা একটি উপদেশ মূলক একটি ঘটনা জেনে রাখি। বাদশাহ ইমরুউল কাইস কিন্দী একজন বিলাসী লোক ছিলেন। দিন রাত তিনি আনন্দ-ফুর্তিতে মেতে থাকতেন। একবার তিনি ভ্রমনের

উদ্দেশ্যে জঙ্গলে যান এবং সেখানে তার বন্ধু- বান্ধবদের সাথে আমোদ-প্রমোদে মেতে উঠেন। হঠাৎ তিনি দূরে একটি লোক দেখতে পান, লোকটি তার সামনে অনেকগুলি মৃত দেহের হাড় জমা করে রেখেছে। আর তা নিয়ে নাড়া চাড়া করছে। বাদশা ইমরুউল কাইস লোকটির কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন, ভাই তোমার এ করুণ অবস্থা কেন? মনে হয় তুমি কোন কিছুর ভয়ে ভীষণ ভীত হয়ে আছ! লোকটি বলল, আমি দীর্ঘ পথের মুসাফির। আমার পিছনে দু'জন প্রহরী সবসময় নিযুক্ত আছে। তারা আমাকে অন্ধকার ও সংকীর্ণ কবরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। সেখানে আমার শরীরের গোশত পঁচে গলে নষ্ট হয়ে যাবে।হাড়-হাড্ডি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। বিভিন্ন রকম আযাব হবে। এই শরীর পোকার খোরাক হবে। আর সেখানেই যদি সব শেষ হয়ে যেত তবে দুঃখের কিছু ছিল না। কিন্তু বাস্তব কথা হল, সেখানেই কষ্টের শেষ নয়। বরং কিয়ামতের দিন আমাকে কবর থেকে উঠান হবে। তারপর আমার কৃতকর্মের হিসাব নেওয়া হবে। হিসাবের পর আমাকে জান্নাতে যাবার অনিমতি দেওয়া হবে, নাকি জাহান্নামে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, তা আমার জানা নেই। তাহলে যার সামনে এমন ভয়াবহ অবস্থা অপেক্ষা করছে, সে কিভাবে নিশ্চিন্ত মনে দুনিয়ার আয়েস-আরামে মশগুল থাকতে পারে? বাদশা ইমরুউল কাইস ঘোড়ার পিঠে বসে এসব কথা শুনছিলেন।লোকটির কথায় তার মনের মাঝে পরিবর্তনের ঝড় উঠে। তিনি নত মস্তকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নীচে নেমে আসেন এবং লোকটির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েন এবং বলেনঃ তোমার কথা আমার জীবনকে পরিবর্তন করে দিয়েছে। তুমি যে কথাগুলো

বলেছিলে, তা পুনরায় আমাকে শুনাও। যাতে আমার অন্তরচোখ খুলে যায়। ইমরুউল কাইসের অনুরোধে লোকটি নিজের কথাগুলো পুনরায় বয়ান করে। লোকটি ইমরুউল কাইসকে বলে, আমার সামনে যে হাড়-হড্ডি রাখা আছে, আপনি তা লক্ষ্য করেছেন? বাদশা বলল হ্যাঁ। তখন লোকটি বলে, এগুলো সব প্রতাপশালী রাজা-বাদশাদের মৃত দেহের হাড়-হাড্ডি। দুনিয়া তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে সারা জীবন আয়েস-আরামে মশগুল রেখেছিল। এভাবে বেখবর অবস্থায় তারা মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছে। মৃত্যুর মাধ্যমে তাদের দুনিয়ার সুখ-শান্তির সমাপ্তি হয়েছে। ধন-সম্পদ তাদের কাছ থেকে চিরদিনের জন্য হাতছাড়া হয়েছে। অতিসত্বরে এই হাড়গুলো আবার আপন আপন দেহে যুক্ত হয়ে যাবে এবং কিয়ামতের মাঠে নিজ নিজ কৃতকর্মের প্রতিফল স্বরূপ হয়তো তারা জান্নাতে যাবে অথবা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। এ কথা বলেই লোকটি হঠাৎ দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে যায়। চতুর্দিকে সন্ধান করেও তাকে খুঁজে পাওয়া যায় নি। এদিকে বাদশার সাথীরা এক এক করে বাদশার পাশে এসে দাঁড়ায়। তারা বাদশাকে দেখে অবাক হয়ে যায়। বাদশার গায়ের রং ফ্যাকাশে হয়ে গেছে এবং তার দু'চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছে। দীর্ঘ সময় এমন ভাবে থাকার পর তিনি এ সিদ্ধান্ত নেন যে, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার পিছনে আর নয়। বাকী জীবনটুকু আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করব। অতঃপর গভীর রাতে তিনি শাহী পোশাক খুলে সাধারণ পোশাক পরে রাজমহল ছেড়ে বেরিয়ে যান। তাকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় নি। ইবনে কুদামাহ (রহ) এ ঘটনাটি কিতাবুত্তাওয়াবীনের ৩৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের

সকলকে পরকালের কথা স্মরণ করে তাঁর ইবাদত-উপাসনার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

وَأٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সংকলনেঃ মাওলানা মুনীরুদ্দীন চাঁদপুরী
(শাইখুল হাদীস, জামপুর মাদরাসা)
প্রচারেঃ মুফতী নাসীরুদ্দীন চাঁদপুরী
সহযোগিতায়ঃ মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিযাহুল্লাহ
হাফিয আবু যার সাল্লামাহু ও মাস্টার আশিক ইকবাল